বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
'অডিট ভবন'
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
www.cagbd.org

নং-৮২.০০.০০০০.০৪০.০১.০০৫.১৮ তারিখঃ ৫/০১/২০২১ খ্রিঃ

বরাবর

হিসাব মহানিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ
হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
হিসাব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত হিসাব মহানিয়ন্ত্রক(হিসাব ও পদ্ধতি)]

বিষয়ঃ এলএ চেক (বাংলাদেশ ফরম নং-২৪৯৬) সরবরাহ/সংগ্রহ ও পরিশোধ প্রসংগে।

সূত্রঃ ক) ট্রেজারী রুল-২য় খণ্ড, এসআর-৭১(অনুচ্ছেদ ১,২)।
খ) হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের পত্র নং সিজিএ/পদ্ধতি-১/ভূমি/২৩৫(খন্ড-২)/৩৮০ তাং ০৪/০৮/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করা যাচ্ছে।

২। ট্রেজারী রুল-২য় খন্ড,এসআর-২৬০ এর পরিশিষ্ট ১০ অনুযায়ী সরকারী কার্যক্রমে অধিগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণের মূল্য পরিশোধের জন্য ডেপুটি কমিশনার/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহনে চেক ইস্যু করা হয়। এলএ চেক সংগ্রহ ও পরিশোধ এর বিষয়ে বিভিন্ন জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস সুত্রে জানা যায়, উক্ত এলএ চেক সমূহ (বাংলাদেশ ফরম নং-২৪৯৬) জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক নিজ উদ্যোগে চাহিদাপত্র দ্বারা বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, ঢাকা হতে সংগ্রহ করা হয়। ট্রেজারী রুল-২য় খণ্ড, এসআর-৭১(অনুচ্ছেদ ১,২) মূলে বর্ণিত,"হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কর্তৃক ব্যয়ন কর্মকর্তাকে সরবরাহকৃত চেক বহির অন্তর্ভূক্ত ফরম দ্বারা অর্থ উত্তোলন করিতে হইবে" এবং "জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসারগণ হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হইতে চেক বহির সরবরাহ গ্রহন করবেন এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনকারী অন্যান্য সকল কর্মকর্তা হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের অফিস অথবা জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হইতে তাঁহাদের চেক বহির সরবরাহ গ্রহণ করেন"। এ ক্ষেত্রে এলএ চেক বহি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত সরাসরি বিজিপ্রেস থেকে সংগ্রহ করায় সরকারের ট্রেজারী রুলের সংশ্লিষ্ট বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে।

৩। এতদপ্রসংগে এলএ চেক সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে ডিএও/মাদারীপুর সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর জেলার এলএ শাখার কর্মকর্তা তাদের নথিমূলে জানান যে, ০৪/০১/১৯৮৪ সালের একটি নোটাংশে বর্ণিত আছে ১৯৮৪ সালে ডিএও/ফরিদপুর থেকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় এলএ চেক সংগ্রহ করে। একই নথির ১৯৮৭ সালের অপর নোটাংশে বর্ণিত, ১৯৮৭ সাল হতে ডিএও/ মাদারীপুর থেকে এলএ চেক সংগ্রহ করা হচ্ছে কিন্তু ১৯৯২ সাল থেকে এলএ চেক জেলা প্রশাসক/ মাদারীপুরের রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত হচ্ছে।

চলমান পাতা-২

৪। তাছাড়া, সূত্র "খ" মূলে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় ০৪/০৮/২০১৯ তারিখে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি/ ২০১৮ পরিপত্রের ক্রমিক নং-০৩ কলাম-০৫ এর প্রেক্ষিতে সরাসরি জেলা প্রশাসকের নামে এলএ কেইসের অর্থ অবমুক্তির নির্দেশনা থাকায় বিভিন্ন জেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে সরাসরি জেলা প্রশাসকের অনুকুলে চেক ইস্যুর মাধ্যমে ২৪৬৪.২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, এলএ কেইসের অবমুক্তকৃত অর্থ সরাসরি জেলা প্রশাসকের অনুকুলে চেক ইস্যুর পরিবর্তে বুক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধের নির্দেশনার জন্য সিজিএ কার্যালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫। এমতাবস্থায়, কোন নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ট্রেজারী রুল-২য় খণ্ড, এসআর-৭১(অনুচ্ছেদ ১,২) এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় ব্যতিত বিজিপ্রেস হতে জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক সরাসরি বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, ঢাকা থেকে এলএ চেক (বাংলাদেশ ফরম নং-২৪৯৬) সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং উক্ত সংগৃহীত চেকের বিপরীতে হিসাবরক্ষণ কার্যালয় কর্তৃক এলএ চেকের অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে তা জরুরী ভিত্তিতে জানানোর জন্য এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি/২০১৮ পরিপত্রের ক্রমিক নং-০৩ কলাম-০৫ এর প্রেক্ষিতে এলএ কেইসের অবমুক্তকৃত অর্থের চেক সরাসরি জেলা প্রশাসকের অনুকুলে ইস্যুর পরিবর্তে বুক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ/হিসাবভূক্তির জন্য হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত পত্রের জবাব/সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

১৩/০১/২০২১

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খান রানা)
অতি: উপমহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পার্সোনেল)
ফোন: ৪৮৩১৫৫১৫

নং-৮২.০০.০০০০.০৪০.০১.০০৫.১৮ তারিখঃ /০১/২০২১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃষ্টি আকর্ষণ- অতিরিক্ত সচিব , বাজেট-১ শাখা]

২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম সচিব, অধিগ্রহন অধিশাখা-১]

৩। উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাওঁ, ঢাকা-১২০৮ ।

৪। অফিস কপি ।

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খান রানা)
অতি: উপমহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পার্সোনেল)
ফোন: ৪৮৩১৫৫১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
হিসাব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-সিজিএ/পদ্ধতি-১/ভূমি/২৩৫(খন্ড-২)/৩৮০ তারিখ-০৪/০৮/২০১৯ খ্রিঃ।

প্রাপকঃ

সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব, বাজেট-১)

বিষয়ঃ ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ ছাড়/পরিশোধের ক্ষেত্রে সরাসরি জেলা প্রশাসক এর অনুকুলে চেক ইস্যুকরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ ক। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮ তাং ২০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ।
খ। অর্থ বিভাগের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১০৩.১৮.০০২.১৯-২০৬ তাং ১৭/০৬/২০১৯ খ্রিঃ।
গ। অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ তাং ২৫/০১/২০০৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। ভূমি অধিগ্রহণের অর্থছাড়/পরিশোধের বিষয়ে সুত্রস্থ -"ক" স্মারক এর ক্রমিক নং-০৩ কলাম-০৫ অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের অর্থছাড় বিষয়ে অনুসরনীয় শর্তাবলী কলামে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ছাড়কৃত অর্থ/বরাদ্দকৃত অর্থের চেক সরাসরি জেলা প্রশাসক বরাবরে ইস্যু করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ স্মারকের উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে ভূমি অধিগ্রহণের চেক বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে ইস্যু করা হয়।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের ৮৪(২) এবং ৮৬(খ) অনুযায়ী এলএ কেইস/ ক্ষতিপূরণ মামলার অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা থাকার বিধান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর ট্রেজারী রুলস ২য় খন্ড, এসআর-২৬০, পরিশিষ্ট-১০ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এলএ চেকের মাধ্যমে উক্ত অর্থ পরিশোধ করবেন। সংবিধান অনুযায়ী- জেলা প্রশাসকের নামে ইস্যুকৃত চেকটি ভূমি অধিগ্রহনের খাতে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা করার বাধ্য-বাধকতা রয়েছে এবং অধিগ্রহন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমাকৃত অর্থ হতে উক্ত এলএ চেকের অর্থ পরিশোধ হবে। এ বিষয়ে সূত্রস্থ "গ" পত্রের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের নির্দেশনাও রয়েছে।

৪। অবমুক্তকৃত অর্থের চেক প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস হতে সরাসরি জেলা প্রশাসক বরাবরে ইস্যু করা হলে তা জেলা প্রশাসক স্থানীয় যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে তা জমা করার সুযোগ পাবেন। ইতিপূর্বে সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অবমুক্তকৃত/ছাড়কৃত অর্থ সংযুক্ত তহবিল হতে বুক ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা করা হতো। কিন্তু, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮ এর ক্রমিক নং-০৩ কলাম-০৫ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে সিএও/ডিএও/ইউএও অফিস বুক ট্রান্সফারের স্থলে সরাসরি জেলা প্রশাসক বরাবরে চেক ইস্যু করতে হয়। এতে করে জমি অধিগ্রহনের জন্য দায়কৃত সমুদয় অর্থ ট্রেজারী হতে বের হয়ে যায় যা ট্রেজারীতে অযাচিত চাপ তৈরী করতে পারে। যার জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে ঋন নেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।

চলমান পাতা-২

৫। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সরকারি অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ ঋণের স্থিতি নিম্নতম পর্যায়ে রাখা, সুদ ব্যয় কমানো এবং একাউন্টিং সিস্টেম ও তারল্য প্রবাহ(Cash Flow) সিস্টেমের মধ্যে সময়মত সংগতি সাধনের (Reconciliation) নিমিত্ত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এর অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিদ্যমান পদ্ধতিকে সংস্কার করে বরাদ্দকৃত অর্থ সংযুক্ত তহবিল হতে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবের আওতায় পার্সোনাল লেজার এ্যাকাউন্ট (Personal Ledger Account-PLA)এ স্থানান্তরপূর্বক প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে(সূত্রস্থ পত্র-"খ" অনুযায়ী)। অন্যদিকে ভূমি অধিগ্রহনের অর্থের জন্য জেলা প্রশাসককে চেক প্রদানের ফলে বর্ণিত খাতের সমুদয় অর্থের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে অর্থ প্রদানের মধ্য সময়ে সরকারের তারল্য প্রবাহে বিরুপ প্রভাব ফেলছে। উদাহরণ স্বরুপ, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে জেলা প্রশাসকদেরকে মোট ২,৪৬৪.২৫ কোটি টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছে যা সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয়িত হলেও ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি, এতে সরকারের তারল্য প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে।

৬। বর্ণিত অবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৮ এর ক্রমিক নং-০৩ কলাম-০৫ অনুযায়ী অনুসরনীয় শর্তাবলী কলামে ভূমি অধিগ্রহনের ছাড়কৃত অর্থের চেক সরাসরি জেলা প্রশাসক বরাবরে ইস্যুর বিধানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ধারা ৮৪(২) এবং ৮৬(খ) এবং বিদ্যমান ট্রেজারী রুলস পরিপন্থী এবং সর্বশেষ অর্থ বিভাগের পরিপত্র সূত্র-"খ" এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান।

৭। সুতরাং, ভূমি অধিগ্রহনের অর্থ পরিশোধে সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতঃ ভূমি অধিগ্রহন বাবদ ছাড়কৃত অর্থ পরিশোধে জেলা প্রশাসক বরাবরে সরাসরি চেক ইস্যুর স্থলে বুক ট্রান্সফার/ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা করার সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

(মোহাম্মদ মমিনুল হক ভূঁইয়া)
অতিরিক্ত হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (হিসাব ও পদ্ধতি)
ফোনঃ ৯৩৬০৮৫৯
E-mail: addlcgaacc@cga.gov.bd

স্মারক নং-সিজিএ/পদ্ধতি-১/ভূমি/২৩৫(খন্ড-২)/ তারিখ-০৪/০৮/২০১৯ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, অডিট ভবন, ৭৭/৭ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এ এন্ড আর)]

২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম সচিব (বাজেট-১), অর্থ বিভাগ]

৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সিজিএ কার্যালয়, ঢাকা ।

৪। অফিস কপি ।

(শাহজাহান সিরাজ)
উপ হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (হিসাব)
ফোনঃ৪৯৩৪৯৮৪৪
E-mail: dcgaacc@cga.gov.bd